

রাসূল শ্রেম-ই আন্বাহ  
প্রাণ্ডির পূর্ব শর্ত

৭৮৬/৯২

মুর্শিদ শ্রেম-ই রাসূল  
প্রাণ্ডির পূর্ব শর্ত

## -ঃ শা'বান চাঁদে শবে-বারাত ও নফলী এবাদাত ঃ-

ইসলামী বৎসরের অষ্টম ও মাহে রমযানের পূর্বের প্রতিবেশী চাঁদ (মাস) পবিত্র শা'বান মাস। এই মাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীঃ

- (ক) এই চাঁদের ২ তারিখ ইমাম আ'যাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহুর ইন্তেক্বাল দিবস।
- (খ) এই চাঁদের ৩ তারিখ হযরাত শাইখ আবুল ফারাহ তারতুসী রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহুর ইন্তেক্বাল দিবস।
- (গ) এই চাঁদের ৫ তারিখ হযরাত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহু মদীনা শরীফে জনগ্রহণ করেন।
- (ঘ) এই চাঁদের ৬ তারিখ হযরাত সৈয়দ মহম্মাদ মিংগ (কালপী শরীফ) রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহুর ইন্তেক্বাল দিবস।
- (ঙ) এই মাসের ১৫ তারিখ পবিত্র শবে-বারাত।
- (চ) এই মাসের ১৬ তারিখ প্রিয় নবীর ইচ্ছা মুতাবিক কিবলার পরিবর্তন।

### এই মাসের ফজিলত ও বরকত ঃ-

- ১। প্রিয় নবী বলেছেন- রজব ও রমযান মাসের মাঝে শা'বান মাস। মানুষ এই মাসের বরকত সম্পর্কে অ-সচেতন। এই মাসে বান্দাদের আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে উঠানো হয়। হজুর বলেছেন- আমার ইচ্ছা, যেন এই মাসেই আমার আমল সমূহ দরবারে এলাহীতে উঠানো হয়। (মা-সাবাতা মিনাসসুন্নাহ- ১৪১ পৃঃ)
- ২। প্রিয় নবী বলেছেন- রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস এবং মাহে রমযান আমার উম্মতের মাস। (মা-সাবাতা মিনাসসুন্নাহ-১৪১ পৃঃ)
- ৩। বিশ্ব জননী হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহা বলেছেন- প্রিয় নবীর নিকট সমস্ত মাসের মধ্যে শাবান মাস বেশী প্রিয় ছিল। (নুযহাতুল মাজালিস প্রথম খন্ড ১৩১ পৃঃ)।
- ৪। বিশ্ব জননী হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহা বলেছেন- প্রিয় নবীর প্রিয় খাবার মধু ও হালুয়া। (বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৮১৭ পৃঃ, মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড ৩৬৪ পৃঃ, শামাইলে তিরমিযী (বাংলা) হাদিস নং ১৫৫ পৃঃ নং ১১১)
- ৫। বড় পীর হযুর গওসুল আযম রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহু বলেছেন- এই মাসে প্রিয় নবীর উপর বেশী বেশী দরুদ পড়া উচিত। (শুনিয়াতুত তলেবীন প্রথম খন্ড ১৮৮ পৃঃ)

### শবে বারাতের আমল সমূহ ঃ-

- ১। যে ব্যক্তি শা'বান চাঁদের ১৪তারিখ আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অযু করে ৪০ বার "লা হাওলা অ লা কু'য়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযিম" পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ৪০ বৎসরের গুনাহ মাফ করবেন।
- ২। শবে বারাতের দিন গোর বিয়ারত করা ও মৃত ব্যক্তিদের জন্য ইসালে সওয়াব করা সূন্নাতে রাসূল।
- ৩। যে ব্যক্তি শবে বারাতের রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক তার ৫০ বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

### শবে বারাতের নফল নামায ঃ-

১। এই রাতে সর্বমোট ১০০রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে আলহামদু শরীফ পড়ার পর ১০ বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। এই নামায কে সলাতুল খায়ের বলা হয়। যে ব্যক্তি এই নামায পড়বে আল্লাহ পাক তার প্রতি ৭০বার রহমতের দৃষ্টিপাত করবেন এবং প্রতিটি দৃষ্টিপাত বান্দার ৭০টি করে প্রয়োজন পূরণ করবে। তার মধ্যে নূন্যতম তার ক্ষমা। (শুনিয়াতুত তলেবীন ১ম খন্ড ১৯২ পৃঃ) আরও একটি বর্ণনাতে আছে, প্রিয় নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে বারাতে ১০ রাকাত নামায পড়বে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার করে পড়বে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করবেন এবং আয়তে বরকত দিবেন। যারা শবে বারাতে রাত জেগে এবাদত করবে তারা এশার-ফরয, সূন্নাত, নফল ও বেতের পড়ার পর, ফজরের সময় গুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাতের অংশ কে ৫ ভাগে ভাগ করে নিবেন।

- ক) প্রথম ভাগে ঃ- যতটা সম্বব দেখে বা না দেখে কোরআন শরীফ তিলায়াত করবেন।
- খ) দ্বিতীয় ভাগে ঃ- নীরবে বা পরিবেশ অনুকূলে থাকলে স্বরবে, কিছুক্ষণ যিকরে এলাহীতে মশগুল থাকবেন।
- গ) তৃতীয় ভাগে ঃ- যত রাকাত সম্বব নূন্যতম ১সালামে ২ রাকাত, সর্বাধিক ৫০ সালামে ১০০ রাকাত লাইলাতুল বারাত নিয়তে নফল নামায পড়বেন।
- ঘ) চতুর্থ ভাগে ঃ- কিছুক্ষণ নাতে রাসূল এবং দরুদ শরীফ পাঠ করবেন।
- ঙ) পঞ্চম ভাগে ঃ- কিছুক্ষণ আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে তোওবা ও ইস্তিগফার করে তৎসহ মুনাযাত ও প্রিয় নবীর উপর সালাম (কিয়াম) পেশ করবেন।

বিঃদ্রঃ- শবে বারাতে হালুয়া রুটি তৈরী করা ও খাওয়া যেমন ফরয ও ওয়াজিব নয়, ঠিক তেমনি হারাম ও না জায়েজ ও নয়। বরং হালুয়া রুটি তৈরী করা, নিজে খাওয়া ও অপরকে দান করা নিঃসন্দেহে জায়েজ, মুস্তাহাব ও সূন্নাত। বরং প্রিয় নবীর প্রিয় খাবার।

প্রকাশ থাকে যে, শাবান মাসের ১৪ তারিখ ওহদের যুদ্ধে হযুরের দাঁত মুবারক শহীদ হয়েছিল। সেই কারণে তিনি নরম খাবার ভেবে হালুয়া খেয়েছিলেন বলে যে প্রচার করা হয়, এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং শরীয়াত বিরোধী কথা।

ওহদের যুদ্ধ শাবান চাঁদে আদৌ হয়নি। বরং সেটা শওয়াল চাঁদের ৭ অথবা ১১ তারিখ ঘটেছিল। সুতরাং ওহদের যুদ্ধে দাঁত মুবারক শহীদ হওয়ার সাথে শবে বারাতের হালুয়ার কোন সম্পর্ক নাই। (তাওয়ারিখে হাবীবে এলাহ - ৬৭ পৃঃ) P.T.O

## মাহে রমযানের ফযীলত ও শবে-ক্বদরের নফলী এবাদত

আরবী ইসলামী বৎসরের নবম চাঁদ, রমযান মাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী :-

- ১) ১লা রমযান ছয়র গওসুল আ'যাম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর জন্মদিবস।
- ২) ৩রা রমযান মঙ্গলবার বিশ্ব নবী-তনয়া খাতুনে জান্নাত হযরাত ফাতেমার ইন্তেকাল। (রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা)
- ৩) ৫ই রমযান এশিয়া উপ-মহাদেশ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আ'যমীর ইন্তেকাল।
- ৪) ৭ই রমযান উরসে বারকাতী মারেহেরা শরীফ, জেলা- ইটাহ (ইউ.পি.)।
- ৫) ৭ই রমযান মুফতী মোঃ বাদরুদ্দিন আহমাদ রেজবী গোরাকপুরীর ইন্তেকাল।
- ৬) ১০ই রমযান জগৎ জননী হযরাত খাদিজাতুল কুবরার মক্কা শরীফে ইন্তেকাল। (রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা)
- ৭) ১৪ই রমযান হযরাত খাজা বাইয়াযিদ বোস্তামীর ইন্তেকাল, (উরস মোবারক)।
- ৮) ১৫ই রমযান বিশ্ব রাসুল-দৈহিত্র হযরাত ইমাম হাসানের মদীনা শরীফে জন্ম। (রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু)
- ৯) ১৭ই রমযান ইসলামের প্রথম ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধে জয় লাভ।
- ১০) ১৭ই রমযান বিশ্ব জননী হযরাত আয়েশা সিদ্দিকার ইন্তেকাল। (রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা)
- ১১) ১৭ই রমযান উরসে পাক হযরাত খাজা নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলবী।
- ১২) ১৮ই রমযান আ'লা হযরাত-দৈহিত্র ছয়র রায়হানে মিল্লাত বেরলবীর ইন্তেকাল।
- ১৩) ২১শে রমযান শেরে খোদা হযরাত মওলা আলীর শাহাদাত বরণ। (রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু)
- ১৪) ২২শে রমযান মক্কা মুয়াযযামার মহা বিজয় দিবস।
- ১৫) ২৭শে রমযান লাওহে মাহফুয (সংরক্ষিত ফলক) হতে বায়তুল ইয্যাতে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ।
- ১৬) ২৭শে রমযান নেয়ামত, রহমত, ফযীলত, বরকত ও এবাদাতে ভরা লাইলাতুল ক্বদর।

### শবে-ক্বদরের বরকত ও ফযীলত :-

- ক) ক্বদরের রাত হাজার মাস (৮৩ বৎসর ৪মাস) অপেক্ষা উত্তম। (আল-ক্বোরআন, সূরা আল ক্বদর, আয়াত- ৩)
- খ) হযরাত আবু ছুরায়রা বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে ক্বদরের রাতে নামায পড়বে, তার অতীতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে।
- গ) বিশ্ব রাসুল বলেছেন, তোমরা মাহে রমযানের শেষ ১০দিনের বিজোড় রাতে শবে-ক্বদর তালাশ করবে। (সহী বোখারী শরীফ)।
- ঘ) বিশ্ব নবী বলেছেন শবে-ক্বদরে এই দুয়াটি বেশী বেশী পড়বে- “আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফায়াকু আন্নী”।

### শবে-ক্বদরের নফল নামায পড়ার নিয়ম :-

নূন্যতম (কমপক্ষে) ২রাকাত নফল নামায, মাঝাড়ী ১০০ রাকাত নফল নামায এবং সর্বাধিক ১০০০ রাকাত নফল নামায। সব ক্ষেত্রে-ই এক-ই নিয়ম। লাইলাতুল ক্বদরের নিয়ত করে, সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর ১বার এবং সূরা ইখলাস ৩বার। প্রতি ২রাকাতে সালাম ফিরিয়ে দরুদ শরীফ পড়ে দুওয়া করবে। যাদের সূরা ক্বদর মুখস্ত নাই, তারা অন্য সূরা দিয়েও পড়লে হবে। যারা শবে-ক্বদরে রাত জেগে এবাদত করতে ইচ্ছুক, তারা এশার ফরয, সুন্নাত, তারাবীহ ও বেতের পড়ার পর ফজরের সময় শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোটা রাত্রী কে ৫ভাগে ভাগ করে নিবেন।

১ম ভাগে - যতটা সম্ভব দেখে বা না দেখে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন।

২য় ভাগে - নীরবে বা স্বরবে (যদি পরিবেশ অনুকূলে থাকে) যিকরে এলাহী তে মশগুল থাকবেন।

৩য় ভাগে - যত রাকাত সম্ভব উপরে বর্ণিত নফল নামায পড়বেন।

৪র্থ ভাগে - কিছুক্ষন নাতে রাসুল, দরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়বেন।

৫ম ভাগে - আল্লাহর দরবারে বিনীত ভাবে তোওবা ইস্তিগফার করে ক্রন্দনরত দুহাত তুলে মুনাজাত ও প্রিয় নবীর উপর সালাম, ক্বিয়াম করে সাহুরী খেয়ে ফজরের নামাযের জামাতে शामिल হবেন।

বিঃ দ্রঃ- ১) যাদের জীবনে ৫ ওয়াক্তের ফরয নামায কাযা আছে, তাদের জন্য শবে-বারাতের, শবে-ক্বদরের নফল নামাযের পরিবর্তে অতীতের কাযা ফরয নামাযগুলি আদায় করাতেই অনেক অনেক বেশী নেকী। তার কারণ হল, ফরয যদি কাযা থাকে, তাহলে নফল কবুল হয়না।

২) বেতের নামায ক্বদরের নামাযের পরেও পড়তে পারে।

আরযওয়ার :- দুয়া প্রার্থী  
ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরাতুল আল্লাম  
আল্হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী (জঙ্গীপুরী)  
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)  
সহকারী শিক্ষক :- নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা (H.S.)  
সাং- সন্ন্যাসীডাঙ্গা, পোঃ- বাড়াল, জেলা- মুর্শিদাবাদ

দ্বীনি সুন্নী ঐক্য বজায় রাখুন

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা পড়ুন ও পড়ান

মোবাইল- ৯৪৩৪১৬৪৩১৪

বিঃ দ্রঃ- তথ্যগত ত্রুটি থাকলে জানাবেন।

মুদ্রণগত ত্রুটি মার্জনীয়।

হাদিয়া- দুয়ায়ে খায়ের